রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ২০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ নভেম্বর ২০১৬/ ২৪ কার্তিক ১৪২৩

বিষয়: 'জাতীয় লবণনীতি, ২০১৬'

নং ৩৬.০০.০০০০.৬৫.২২.০০৫.১৫-৩১৯—'জাতীয় লবণনীতি, ২০১৬' মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত 'জাতীয় লবণনীতি, ২০১৬' জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো :

'জাতীয় লবণনীতি, ২০১৬'

প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকা

১.১ মানুষের শারীরিক গঠনে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচিত। কেমিক্যাল কম্পাউন্ড লবণ, যাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলে। অপরিশোধিত লবণে ৯৫% সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। লবণের কোন বিকল্প নেই। মানুষের খাদ্য দ্রব্যে ব্যবহার ছাড়াও শিল্প খাত, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রাণিসম্পদ খাতে লবণের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। লবণ শিল্প কুটির শিল্প খাতভুক্ত। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

১.২ লবণ উৎপাদন মৌসুম

বাংলাদেশে সাধারণত নভেম্বর মাস হতে মে মাস পর্যন্ত লবণ উৎপাদন মৌসুম। তন্মধ্যে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততা বেশি থাকায় এ সময়ে অধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদন হয়। লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

১.৩ লবণ চাষ (উৎপাদন) পদ্ধতি

সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ও সৌরতাপে লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় এলাকায় স্বল্প গভীর বেড়ী আবদ্ধ ছোট ছোট ক্ষেত তৈরি করে লবণাক্ত পানি ধরে রেখে তা সৌরতাপে শুকিয়ে অপরিশোধিত লবণ চাষ করা হয়। লবণ উৎপাদন মৌসুমে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার বেকার শ্রমিকগণ লবণ চাষে জড়িত হন। এদের মধ্যে অনেকেই বংশপরম্পরাক্রমে লবণ চাষ করে থাকেন।

১.৪ লবণ উৎপাদন এলাকা

আরাকান শাসন আমল থেকে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে লবণ উৎপাদন হয়ে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব এলাকায় লবণ উৎপাদন হয় তার তালিকা এ নীতিমালার তফসিলে সন্নিবেশ করা হলো।

১.৫ লবণ পরিশোধন ও বাজারজাতকরণ

অপরিশোধিত লবণকে দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত লবণ পরিশোধন কারখানাগুলোতে পরিশোধন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত মানদণ্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ আয়োডিন মিশিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ও খাওয়ার উপযোগী লবণ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয়।

১.৬ আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগ প্রতিরোধে ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ

আয়োডিনবিহীন ভোজ্য লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে ১৯৮৯ সালে আইন পাশ করা হয়েছে এবং ১৯৯৪ সালে এ সংক্রান্ত সরকারি বিধিমালা জারি করা হয়েছে। বিসিকের সার্বজনিন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প ভোজ্য লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণের লক্ষ্যে সকল মিলে পটাসিয়াম আয়োডেট নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.৭ কর্মসংস্থান

লবণ মৌসুমভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য হলেও লবণ চাষে সম্পৃক্ত লবণ চাষীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ক্রমান্বয়ে লবণ চাষে মানুষ সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং লবণ চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লবণচাষ, পরিশোধন, সংরক্ষণ, মজুদ এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজে প্রায় ৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত এবং লবণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ লবণ নীতির উদ্দেশ্য

২.১ দেশীয় কুটির শিল্পখাতভুক্ত লবণ শিল্পের উন্নয়ন।

২.২ লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৩ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

২.৪ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষীদের খামার পদ্ধতিতে লবণ চাষে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানে সহযোগিতা প্রদান।

২.৫ ভোজ্য লবণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রাণিসম্পদ এবং শিল্পখাতে ব্যবহৃত লবণ এর বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ।

২.৬ শিল্পের কাঁচামাল উপযোগী লবণ উৎপাদনে উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৭ কালো লবণ উৎপাদন নিরুৎসাহিতকরণ।

২.৮ লবণচাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান।

২.৯ বিশেষ পরিস্থিতিতে লবণ আমদানির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২.১০ উৎপাদিত লবণ সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণের কৌশল নির্ধারণ।

২.১১ লবণ মিল মালিক সমিতি এবং লবণ চাষী কল্যাণ সমিতির সহায়তায় ১.০০ লক্ষ মেঃ টন লবণের বাফার স্টক গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া।

২.১২ আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ এবং বিধিমালা ১৯৯৪, বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ মোতাবেক স্বাস্থ্যসম্মত আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

২.১৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বেআইনিভাবে বিদেশী লবণের অনুপ্রবেশ বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া।

২.১৪ লবণ উৎপাদনের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং ও তদারকি করা।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ লবণের শ্রেণিবিভাগ

লবণ ব্যবহারের প্রকারভেদ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ৪ (চার)টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. ভোজ্য লবণ

২. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ

৩. প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণ

৪. শিল্পের কাঁচামালের সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত লবণ

৩.১ ভোজ্য লবণ

মানুষ প্রতিদিন খাদ্যে যে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করে থাকে তাকেই ভোজ্য লবণ হিসেবে ধরা হয়। আমাদের দেশে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালের আইন ও ১৯৯৪ সালের বিধিমালা মোতাবেক ভোজ্য লবণে জলীয় অংশের পরিমাণ উহার অশুষ্ক নমুনার ওজনের ৬.০ শতাংশের বেশী হবে না এবং শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে (১) সোডিয়াম ক্লোরাইড কমপক্ষে ৯৭.০ শতাংশ (২) পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ০.১ শতাংশ (৩) পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ (সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যতীত) অনধিক ৩.০ শতাংশ এবং (৪) কপার অনধিক ২.০ পিপিএম (৫) লিড অনধিক ২.০ পিপিএম (৬) আরসেনিক অনধিক ০.৫ পিপিএম (৭) ক্যাডমিয়াম অনধিক ০.৫ পিপিএম (৮) মারকারী অনধিক ০.১ পিপিএম এবং (৯) আয়োডিনের পরিমাণ অনধিক ৪৫ হতে ৫০ পিপিএম ও খুচরা বিক্রয়ের সময় ন্যূনতম ২০ পিপিএম উপাদান থাকবে।

৩.২ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ

আমাদের দেশে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে লবণ ব্যবহার করা হয়। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ এর বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস ১৪) রয়েছে। উক্ত মান অনুযায়ী মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণে (১) সোডিয়াম ক্লোরাইড কমপক্ষে ৯৮.০ শতাংশ (২) পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ০.৫ শতাংশ (৩) ক্যালসিয়াম অনধিক ০.১৫ শতাংশ (৪) ম্যাগনেসিয়াম অনধিক ১.০ শতাংশ (৫) কপার অনধিক ৩.০ পিপিএম (৬) লিড অনধিক ৫.০ পিপিএম (৭) আরসেনিক অনধিক ১.০ পিপিএম উপাদান থাকবে।

৩.৩ প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণ

হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশুর খাদ্য প্রস্তুতের জন্য প্রচুর লবণ ব্যবহার করা হয়।

৩.৪ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ

শিল্প কারখানায় কিছু কিছু পণ্য উৎপাদনে লবণ ব্যবহার করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত লবণের বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস ১৪) রয়েছে। উক্ত মান অনুযায়ী শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত লবণে (১) সোডিয়াম ক্লোরাইড কমপক্ষে ৯৮.০ শতাংশ (২) পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ অনধিক ০.২৫ শতাংশ (৩) ক্যালসিয়াম অনধিক ০.২০ শতাংশ (৪) ম্যাগনেসিয়াম অনধিক ০.২০ শতাংশ (৫) সালফেট অনধিক ১.০ শতাংশ (৬) কার্বোনেট অনধিক ০.১০ শতাংশ উপাদান থাকবে। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে;

৩.৪.১ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে নির্দিষ্টমানের লবণ ব্যবহার করে লবণ থেকে অন্য রাসায়নিক দ্রব্য যেমন, কষ্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

৩.৪.২ এছাড়া শিল্প কারখানায় অন্য কাঁচামালের সাথে সহযোগী কাঁচামাল হিসেবে লবণ ব্যবহার করা হয়। যেমন, সাবান ও ডিটারজেন্ট প্রস্তুত, কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, আইস প্লান্ট, কাপড় ও পাটজাত পণ্য রং করা ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ বছরভিত্তিক লবণের চাহিদা নিরূপণ

৪.১ ২০১৬—২০২০ মেয়াদে ভোজ্য লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১১ সালে দেশে জনসংখ্যা ছিল ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ এবং Sample Vital Registration System (SVRS) অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০১১ সালে ১.৩৭%, ২০১২ সালে ১.৩৬%, ২০১৩ সালে ১.৩৭% এবং ২০১৪ সালে ১.৩৭%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এ তথ্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৩৭% ধরে ২০১৬—২০২০ সালের বছরভিত্তিক জনসংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রতিজন কত গ্রাম করে ভোজ্য লবণ ব্যবহার করে সে বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সার্বজনিন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প (সিআইডিডি), বিসিক, আইসিডিডিআরবি, গ্লোবাল এ্যালাইন্স ফর ইমপ্রুভড্ নিউট্রেশন (গেইন), মাইক্রোনিউট্রেইন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআই), পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং মতবিনিময়

করে প্রতিদিন প্রতিজনের ভোজ্য লবণ ব্যবহারের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে ১৪.৫ গ্রাম। সে হিসেবে বছরভিত্তিক ভোজ্য লবণের চাহিদা নিম্নরূপ ঃ

অর্থবছর	জনসংখ্যা	জনপ্রতি প্রতিদিনের ভোজ্য লবণের চাহিদা (গ্রাম)	পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন)
২০১৫-২০১৬	১৬,০৩,১৬,৭৫৫	১৪.৫০	৮.৪৮
২০১৬-২০১৭	১৬,২৫,১৩,১১৫	১৪.৫০	৮.৬০
২০১৭-২০১৮	১৬,৪৭,৩৯,৫৪৫	১৪.৫০	৮.৭২
২০১৮-২০১৯	১৬,৬৯,৯৬,৪৭৭	১৪.৫০	৮.৮৪
২০১৯-২০২০	১৬,৯২,৮৪,৩২৯	১৪.৫০	৮.৯৬

৪.২ শিল্পখাতে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ

জাতীয় লবণ নীতি-২০১১ এর সর্বশেষ বছর ২০১৫ সালে শিল্পখাতে লবণ ব্যবহারের হিসাবকে ভিত্তি ধরে প্রতি বছর ৫% বৃদ্ধি করে ২০১৬—২০২০ সালের বছরভিত্তিক শিল্পখাতে ব্যবহৃত লবণের চাহিদা নিরুপণ করা হয়েছে;

(লক্ষ মে: টন হিসেবে)

অর্থবছর	শিল্পখাতে বার্ষিক লবণের চাহিদা
২০১৫-২০১৬	৩.৪৩
২০১৬-২০১৭	৩.৬০
২০১৭-২০১৮	৩.৭৮
২০১৮-২০১৯	৩.৯৭
২০১৯-২০২০	৪.১৭

৪.৩ প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ খাতে বছরওয়ারী লবণ ব্যবহারের পরিমাণ নিরুপণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ খাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা নিম্নরূপ:

(লক্ষ মে: টন হিসাবে)

অর্থবছর	প্রাণিসম্পদ খাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা
২০১৫-২০১৬	২·০২
২০১৬-২০১৭	২·১২
২০১৭-২০১৮	২·২৩
২০১৮-২০১৯	২·২৪
২০১৯-২০২০	২·৪৫

৪.৪ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ

দেশে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বছরভিত্তিক লবণ ব্যবহারের বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বছরভিত্তিক লবণ ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা নিম্নরূপ:

(লক্ষ মে: টন হিসাবে)

অর্থবছর	মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা
২০১৫-২০১৬	০.০১
২০১৬-২০১৭	০.০১
২০১৭-২০১৮	০.০১
২০১৮-২০১৯	০.০১
২০১৯-২০২০	০.০১

৪.৫ ২০১৬—২০২০ মেয়াদে খাতভিত্তিক বাৎসরিক লবণের মোট চাহিদা নিরূপণ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত বার্ষিক লবণের চাহিদার ভিত্তিতে "লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং" কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বার্ষিক লবণের চাহিদা নিরূপিত হয়েছে। তবে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রতিবছর বাস্তবতার আলোকে লবণের চাহিদা প্রয়োজনে পুনঃনিরূপণ করতে পারবে।

অর্থবছর	জনসংখ্যা	ভোজ্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে: টন)	শিল্পখাতে ব্যবহার্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে: টন)	প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে: টন)	মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে: টন)	লবণের চাহিদা (৩+৪+৫ +৬) (লক্ষ মে: টন)	মোট লবণের চাহিদা (১০% প্রসেস লস ধরে) (লক্ষ মে: টন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৫-২০১৬	১৬,০৩,১৬,৭৫৫	৮.৪৮	৩.৪৩	২.০২	০.০১	১৩.৯৪	১৫.৩৩
২০১৬-২০১৭	১৬,২৫,১৩,১১৫	৮.৬০	৩.৬০	২.১২	০.০১	১৪.৩৩	১৫.৭৬
২০১৭-২০১৮	১৬,৪৭,৩৯,৫৪৫	৮.৭২	৩.৭৮	২.২৩	০.০১	১৪.৭৪	১৬.২১
২০১৮-২০১৯	১৬,৬৯,৯৬,৪৭৭	৮.৮৪	৩.৯৭	২.২৪	০.০১	১৫.০৬	১৬.৫৭
২০১৯-২০২০	১৬,৯২,৮৪,৩২৯	৮.৯৬	৪.১৭	২.৪৫	০.০১	১৫.৫৯	১৭.১৫

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ লবণ শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কৌশলসমূহ

মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান প্রতিযোগিতায় দেশে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে লবণ শিল্পের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লবণ শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরির সহযোগিতা দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় লবণনীতি-২০১৬ এর কৌশলসমূহ গৃহীত হয়েছে।

৫.১ লবণ উৎপাদনে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগ

লবণ উৎপাদনে পলিথিনের ব্যবহারের ফলে সাদা লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষীরা লবণের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ লবণ মৌসুমে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫১,৯৭০ একর জমির মধ্যে ৪৯,০৫৪ একর জমিতে পলিথিন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়েছে যা মোট জমির ৯৪.৩৯%।

৫.২ কালো লবণ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধকরণ

লবণের গুণগতমান রক্ষা এবং লবণের ন্যায্য বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির জন্য লবণচাষী কর্তৃক কালো লবণ উৎপাদন করা নিষিদ্ধ থাকবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিসিক কালো লবণ উৎপাদন বন্ধের জন্য প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখবে।

৫.৩ একরপ্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ

একরপ্রতি লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নতমানের লবণ মাঠ প্রস্তুত ও লবণ উৎপাদনের জন্য লবণ চাষীদেরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) একরপ্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেবে।

৫.৪ প্রাকৃতিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার হাত হতে লবণ উৎপাদন এলাকা রক্ষার্থে উদ্যোগ

প্রাকৃতিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার হাত হতে লবণ চাষযোগ্য জমি রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় বেড়ী বাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামতের ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিসিক যোগাযোগ করবে। বেড়ী বাঁধের বাহিরে লবণ চাষের বিষয়টি নিরুৎসাহিতকরণে বিসিক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেবে।

৫.৫ লবণ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে লবণ উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ ও বাজারজাতকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিসিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে।

৫.৬ লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসহ আপদকালীন সময়ের জন্য বাফার স্টকের ব্যবস্থা গ্রহণ

বাজারে লবণের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং টিসিবি-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্যাকেটজাত ভোজ্য লবণ সংগ্রহ করে সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তা সাধারণের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১.০০ লক্ষ মেঃ টন লবণ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম/অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি ও লবণ মিল মালিক সমিতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫.৭ লবণ চাষীদের ঋণের ব্যবস্থাকরণ

প্রান্তিক লবণ চাষীদের আর্থিক সংকট দূরীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত "কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা" এবং কর্মসূচিতে কৃষি ঋণের একটি বিশেষ খাত হিসাবে 'লবণ চাষ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে চাষীদের ঋণ প্রদান, সরকার প্রদত্ত সুদ, ক্ষতি পুনর্ভরণ ও লবণ চাষের জন্য লবণ চাষীদের রেয়াতি সুবিধা প্রদান ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। এছাড়া লবণ চাষীদের ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দেয়া হবে।

৫.৮ শিল্পে ব্যবহার উপযোগী লবণ উৎপাদন

শিল্পে ব্যবহৃত লবণ দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে বিসিক ও বিসিএসআইআর যৌথভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫.৯ আয়োডিনের অভাবজণিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ ও বিধিমালা ১৯৯৪ মোতাবেক আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন

আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ ও বিধিমালা ১৯৯৪ মোতাবেক কোন ব্যক্তি আয়োডিন মিশ্রিত ভোজ্য লবণ ব্যতীত অন্য কোনো ভোজ্য লবণ উৎপাদন, গুদামজাত, বিতরণ করতে বা প্রদর্শন করতে পারবেন না। আয়োডিন মিশ্রিত ভোজ্য লবণ ব্যতীত অন্য কোনো ভোজ্য লবণ বিপণন করা হলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সময়ে সময়ে লবণে সঠিক মাত্রায় আয়োডিন ও অন্যান্য গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য বাজার হতে সংগৃহীত লবণ পরীক্ষা করে বিএসটিআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ গ্রহণ করবে।

৫.১০ উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ

লবণ শিল্পের উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ লবণনীতি বাস্তবায়নে নীতিকৌশল

৬.১ লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি

"লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি"র গঠন (পরিশিষ্ট-ক)।

৬.২ কমিটির কার্যপরিধি

(১) কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের সাথে সম্মিলিতভাবে দেশে ভোজ্য লবণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে লবণ ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ করবে।

(২) কমিটি প্রতি লবণ মৌসুম শেষে সভা করবে। মৌসুমে লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে আলোচনাপূর্বক পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন করবে।

(৩) কমিটি দেশে লবণের চাহিদা, উৎপাদন, মজুদ, বাজারমূল্য, লবণ চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, লবণ চাষাধীন জমি রক্ষার্থে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ এবং লবণ আমদানির সুপারিশ প্রভৃতি বিষয়ে নিবিড় তদারকি করবে ও প্রয়োজনীয় করণীয় বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজনে লবণ শিল্পের উন্নয়নে যে কোনো সময়ে সভা করবে।

(৫) বর্ণিত কমিটি ২০২০ সাল পর্যন্ত লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবে।

৬.৩ লবণ উপদেষ্টা বোর্ড

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি করে ২২ সদস্যবিশিষ্ট লবণ উপদেষ্টা বোর্ড এর গঠন (পরিশিষ্ট-খ)। কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৬.৪ লবণ উপদেষ্টা বোর্ডের কার্যপরিধি:

(১) লবণ চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পরামর্শ প্রদান।

(২) দেশে লবণের উৎপাদন, সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

(৩) লবণ চাষীদের অনুকুলে ব্যাংক ঋণ প্রদান ও আদায়ের বিষয়ে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(৪) লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(৫) খাবার লবণ ১০০% আয়োডিনযুক্তকরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(৬) মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত লবণের গুণগতমান উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

(৭) চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে লবণের অনুপ্রবেশ রোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান।

(৮) বোর্ড প্রতিবছর ন্যূনপক্ষে ৩টি সভায় মিলিত হয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ সুপারিশ প্রদান করবে।

(৯) লবণ উপদেষ্টা বোর্ড তার সুপারিশ ও প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

৬.৫ লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটি এর কার্যপরিধি

জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় লবণ শিল্পের উন্নয়নে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে আহবায়ক করে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো (পরিশিষ্ট-গ)। প্রয়োজনে নতুন সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৬.৬ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(১) কমিটি লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারদর ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি ও মনিটরিং করবে।

(২) লবণের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(৩) লবণ উৎপাদন মৌসুমে লবণ চাষীদের আর্থিক সংকট সমাধানে সহযোগিতা করবে।

(৪) কমিটি বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পৃক্ততা যথাসম্ভব হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৫) লবণ পরিশোধন ও ক্রাশিং মিলসমূহের আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৬) আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণে জনসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৭) আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ ও ১৯৯৪ সালের বিধিমালা অনুযায়ী আয়োডিনবিহীন ভোজ্য লবণ বিক্রেতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

(৯) কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করে লবণ শিল্পের উন্নয়নে সার্বিক বিষয় মনিটরিং ও তদারকি করবে।

৬.৭ লবণ শিল্পের উন্নয়নে লবণ মিল মালিক সমিতির ভূমিকা

বাংলাদেশের কুটির শিল্প খাতভুক্ত লবণ শিল্পের উন্নয়নে লবণ মিল মালিক সমিতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও লবণচাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণ উৎপাদনকারী চাষীদেরকে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ গ্রহণসহ সরকারের সাথে একত্রে কাজ করে দেশকে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে আরো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। লবণ আমদানি নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি অবৈধ পথে বিদেশী লবণের অনুপ্রবেশ বন্ধের মাধ্যমে দেশীয় এ কুটির শিল্পকে সাফল্যজনক অবস্থায় উন্নীত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণকে নিশ্চিত করবে এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের সাথে একত্রে কাজ করে সুস্থ জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৬.৮ লবণ শিল্পের উন্নয়নে লবণচাষী কল্যাণ সমিতির ভূমিকা

বাংলাদেশের লবণ শিল্পের উন্নয়নে লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। দেশীয় লবণচাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণচাষীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, লবণ চাষীদেরকে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ গ্রহণসহ সরকারের সাথে একত্রে কাজ করে দেশকে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে আরো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৯ জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত লবণ চাষে ব্যবহৃত জমির সদ্ব্যবহার ও লবণ চাষীর উন্নয়ন

৬.৯.১ বিসিক সংশ্লিষ্টদের নিয়ে প্রতি বছর জরিপের মাধ্যমে লবণ চাষে আনীত জমির পরিমাণ ও লবণচাষীর সংখ্যা নিরূপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে এবং লবণ চাষকৃত জমির পরিমাণ ও লবণচাষীর সংখ্যা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবে।

৬.৯.২ **লবণ উৎপাদনে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন জমি নির্বাচন/চিহ্নিতকরণ**
লবণ চাষে নতুন জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনভাবেই যাতে কৃষি জমি অন্তর্ভুক্ত করা না হয় তা সময়ে সময়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও বিসিক তদারক করবে।

৬.৯.৩ উপকুলীয় এলাকার যেসব জমিতে ফসল আবাদ সম্ভব নয়, সেসব জমি লবণ চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.১০ পলিথিন ব্যবহারের মাধ্যমে সাদা লবণ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

৬.১০.১ পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষের জন্য লবণ চাষীদেরকে স্বল্প মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিবেশ বান্ধব/জৈব পচনশীল **(Eco-Friendly/Bio-degradable)** পলিথিন সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.১০.২ পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষের বিষয়ে বিসিক স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহায়তায় প্রচারণা চালাবে।

৬.১০.৩ সাদা লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে।

৬.১১ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের লবন উৎপাদন বৃদ্ধি

৬.১১.১ উন্নতমানের সাদা লবণ উৎপদনে লবণ চাষীদেরকে উৎসাহিতকরণ ও কাদামাটি মিশ্রিত লবণ উৎপাদন/ক্রয়-বিক্রয়ে নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রচারণা চালানো অব্যাহত রাখতে হবে।

৬.১১.২ শিল্পে ব্যবহৃত লবণ **(Chemical Composition)** উৎপাদনে শিল্প কারখানার মালিকগণ ও লবণ মিল মালিকরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৬.১১.৩ লবণের প্রযুক্তিগত ও গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬.১২ লবণ চাষীদের ঋণ সহায়তা প্রদান

৬.১২.১ প্রান্তিক লবণ চাষী, বর্গাচাষী ও লবণ মিল মালিকদের সহজ শর্তে এবং প্রয়োজনে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরও)-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

৬.১২.২ প্রান্তিক লবণ চাষীদের ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দেয়া হবে। স্থাণীয় ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন।

৬.১২.৩ বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক লবণ চাষীদের ঋণ প্রদান করা হবে।

৬.১৩ লবণ মিলের নিবন্ধন

লবণ মিলের নিবন্ধন বিষয়ে স্ব স্ব সিলিং এর মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন এবং বিনিয়োগ বোর্ড নিবন্ধন প্রদান করবে।

৬.১৪ ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিসিককে লিজ প্রদত্ত সরকারি খাসজমি ১০ বছর মেয়াদী লিজ প্রদান

বিসিককে লিজকৃত উপকূলীয় এলাকার লবণ উৎপাদনের সরকারি খাসজমি ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক ১০ (দশ) বছর মেয়াদী বিসিককে লিজ প্রদান করবে। ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন বিসিককে লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ১৯৯২ অনুযায়ী সরকারি খাস জমি লিজ প্রদানে অগ্রাধিকার দিবে।

৬.১৫ আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরিতে পদক্ষেপ গ্রহণ

৬.১৫.১ আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "সার্বজনিন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প (সিআইডিডি)", বিসিক বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

৬.১৫.২ বিসিকের সিআইডিডি প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ ও ১৯৯৪ সালের বিধিমালা অনুযায়ী আয়োডিনবিহীন ভোজ্য লবণ বিক্রেতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.১৫.৩ আয়োডিনযুক্ত ভোজ্যলবণ বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক পণ্য বিধায় বিএসটিআই থেকে সিএম লাইসেন্স নিয়ে বাজারজাত করতে হবে।

৬.১৫.৪ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা নিতে হবে।

৬.১৬ লবণ আমদানি

৬.১৬.১ আবশ্যকীয় ক্ষেত্র ছাড়া ক্রুড লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে না। লবণ আমদানির ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রয়োজন হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লবণ উৎপাদন না হলে লবণ আমদানির বিষয়ে জাতীয় লবণনীতির "লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং" কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৬.১৬.২ শিল্পখাতে ব্যবহার উপযোগী লবণ আমদানির বিষয়েও "লবণের চাহিদা নিরূপন, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং" কমিটি সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

৬.১৬.৩ ক্রুড লবণ আমদানির প্রয়োজনে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ছোট/বড় সকল চালু লবণ মিল তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রুড লবণ আমদানির সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত লবণ মিলের তালিকা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় লবণ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.১৬.৪ লবণ আমদানির ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্প কারখানা লবণকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রাসায়নিক দ্রব্য (কষ্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি) উৎপাদন করে সে সমস্ত কারখানার অনুকূলে লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে।

৬.১৭ লবণ উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ ও সরকারকে অবহিতকরণ

৬.১৭.১ বিসিক নিবিড়ভাবে লবণ চাষীদের নিকট হতে লবণ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে একটি লবণ তথ্য ভান্ডার (Salt Database) তৈরী করা হবে।

৬.১৭.২ বিসিক লবণ উৎপাদনের তথ্যাবলী নিয়মিতভাবে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার ও শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

'জাতীয় লবণনীতি, ২০১৬' এর ১.৪ এ বর্ণিত তফসিল

লবণ উৎপাদন এলাকা ঃ

(ক) চট্টগ্রাম জেলা ঃ

১. বাঁশখালী উপজেলা

(খ) কক্সবাজার জেলা ঃ

১. কক্সবাজার সদর উপজেলা

২. রামু উপজেলা

৩. মহেষখালি উপজেলা

৪. চকরিয়া উপজেলা

৫. পেকুয়া উপজেলা

৬. কুতুবদিয়া উপজেলা

৭. টেকনাফ উপজেলা

লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি

০১।	অতিরিক্ত সচিব (স্বস), শিল্প মন্ত্রণালয়	-সভাপতি
০২।	চেয়ারম্যান, বিসিক	-সদস্য
০৩।	যুগ্মসচিব (স্বস-বিসিক) শিল্প মন্ত্রণালয়	-সদস্য
০৪।	প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
০৫।	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	-সদস্য
০৬।	প্রতিনিধি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	-সদস্য
০৭।	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
০৮।	প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
০৯।	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, বিনিয়োগ বোর্ড	-সদস্য
১১।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	-সদস্য
১২।	প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর	-সদস্য
১৩।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	-সদস্য
১৪।	পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-সদস্য

১৫।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কক্সবাজার	-সদস্য
১৬।	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কক্সবাজার	-সদস্য
১৭।	কোষ্ট গার্ড, বিজিবি, কক্সবাজার	-সদস্য
১৮।	সভাপতি, এফবিসিসিআই	-সদস্য
১৯।	উপ-মহাব্যবস্থাপক, লবণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প, বিসিক কক্সবাজার	-সদস্য
২০।	প্রকল্প পরিচালক, সিআইডিডি প্রকল্প, বিসিক	-সদস্য
২১।	সহকারী সচিব (স্বশ্বাসিত সংস্থা, বিসিক শাখা), শিল্প মন্ত্রণালয়	-সদস্য
২২।	সভাপতি, চট্টগ্রাম শিল্প বণিক সমিতি	-সদস্য
২৩।	সভাপতি, কক্সবাজার শিল্প বণিক সমিতি	-সদস্য
২৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি	-সদস্য
২৫।	পরিচালক (উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ), বিসিক	-সদস্য-সচিব

লবণ উপদেষ্টা বোর্ড **পরিশিষ্ট-খ**

০১।	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	-সভাপতি
০২।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ে)	-সদস্য
০৩।	যুগ্মসচিব (অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
০৪।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ে)	-সদস্য
০৫।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ে)	-সদস্য
০৬।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ে)	-সদস্য
০৭।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ে)	-সদস্য
০৮।	বিসিকের প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ে)	-সদস্য
০৯।	টিসিবি'র প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ে)	-সদস্য
১০।	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	-সদস্য
১১।	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ে)	-সদস্য
১২।	সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধি (মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ে)	-সদস্য
১৩।	কৃষি ব্যাংকের প্রতিনিধি (মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ে)	-সদস্য
১৪।	কক্সবাজার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-সদস্য
১৫।	চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি	-সদস্য

১৬।	কক্সবাজার শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি	-সদস্য
১৭।	লবণ মিল মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি	-সদস্য
১৮।	লবণ চাষী কল্যাণ পরিষদের একজন প্রতিনিধি	-সদস্য
১৯।	চট্টগ্রাম লবণ উৎপাদনকারী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির প্রতিনিধি	-সদস্য
২০।	সরকার মনোনীত লবণ চাষী-১	-সদস্য
২১।	সরকার মনোনীত লবণ চাষী-২	-সদস্য
২২।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কক্সবাজার	-সদস্য-সচিব

লবণ শিল্পের উন্নয়নে স্থানীয় কমিটি **পরিশিষ্ট-গ**

০১।	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	-সভাপতি
০২।	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কক্সবাজার	-সদস্য
০৩।	বর্ডার গার্ড প্রধান, কক্সবাজার	-সদস্য
০৪।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট লবণ উৎপাদন এলাকা)	-সদস্য
০৫।	সিভিল সার্জন, কক্সবাজার	-সদস্য
০৬।	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সংশ্লিষ্ট লবণ উৎপাদন এলাকা)	-সদস্য
০৭।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার	-সদস্য
০৮।	উপপরিচালক, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কক্সবাজার	-সদস্য
০৯।	সভাপতি, লবণ মিল মালিক সমিতি	-সদস্য
১০।	সভাপতি, লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি	-সদস্য
১১।	উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচী	-সদস্য-সচিব

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd